



225255 - কুরআনে কারীম মানুষের কাছে মহাকাশ-তত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য নাযলি হয়নি

প্রশ্ন

বজ্রাণন বলে: এলিয়নে (ভনিগ্রহের প্রাণী) রয়েছে। বরং এটাও বলে যে, কিছু উড়ন্ত পরিচি (UFO) রয়েছে। আমি বলি: হতে পারে কিছু এলিয়নে রয়েছে। কিন্তু আগে আমি এ মাসয়ালায় শরয়িতরে দৃষ্টিভিঙগি জানতে চাই।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

কুরআনে কারীম ও সহহি সুন্নাহ এলিয়নে সংক্রান্ত জ্ঞান নিয়ে আসেনি। বরং এ সংক্রান্ত তথ্যগুলো কুরআন-সুন্নাহর দলিলগুলো বুঝার ক্ষেত্রে নজিস্ব দৃষ্টিভিঙগি ও ইজতহিদ; যে তথ্যগুলো সঠিক হওয়া কথিবা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব তথ্যকে ইসলামের সাথে সম্বন্ধতি করা যাবে না।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জাগতকি জ্ঞানসমূহ ও মহাকাশের আবষ্কারগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য শরয়িত আসেনি। স্থলজগৎ, জলজগৎ বা মহাশূণ্যের প্রাণীসমূহেরে বিবরণ দয়ো কথিবা প্রাকৃতকি জ্ঞান সটো যে শাখা ও অধ্যায়েরে হোক না কনে; সগুলো বশ্লিষণ করার জন্য শরয়িত আসেনি। শরয়িত এসছে উত্তম আখলাক, আমল ও অবস্থার দকিনর্দিশেনামূলক বার্তা নিয়ে। আল্লাহর পথ দেখনো, তাঁর নাম ও গুণসমূহেরে পরিচিতি জানানো, তাঁর সৃষ্টি ও আদশে-নষিধে অবহতি করার আলোকবর্তকি নিয়ে; যাতে করে দুর্বল এ মানব দুনিয়াতে সুষ্ঠু জীবন যাপন করা ও আখরিাতে সুখী হওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সুখ অর্জন করতে পারে। যে সুখেরে দকি আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ডাকছনে এবং যে সুখেরে সন্ধান দয়োর জন্য তাঁর কতিবসমূহ নাযলি করছনে, তাঁর রাসূলদেরকে প্ররণ করছনে। তনি বলেন: "হে নবী! আমি আপনাকে পাঠয়িছে একজন সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হসিবে; এবং আল্লাহর হুকুমে তাঁর দকি একজন আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল এক প্রদীপরূপে।"[সূরা আহযাব, আয়াত: ৪৫-৪৬]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "আমি আপনাকে একজন সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হসিবে পাঠয়িছে। যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরে প্রতি ঈমান আন, রাসূলকে সাহয্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবতিরতা বর্ণনা করা।"[সূরা ফাতহ, আয়াত: (৭-৮)]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "আমি কেরআনে এমন বিষয় নাযলি করি যা মুমনিদেরে জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ। আর তা



জালমেদরে শুধু ক্ষতহি বৃদ্ধি করে।"[সূরা বনী ইসরাইল (৮২)]

ইতপূর্ববে আমাদরে ওয়বেসাইটরে 211860 নং প্রশ্ননোত্তরে বসিতারতি আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি নিরিসন করা হয়েছে।

তাই এলয়নে সংক্রান্ত কথিবা ভনিগ্রহে ও গ্যালাক্সতি প্রাণরে অস্ততিব থাকা বা না-থাকা সংক্রান্ত কোন তথ্যকে ইসলামী শরয়িতরে দকি সম্বন্ধতি করার নশ্চয়তা দয়ো প্রজ্ঞাপূর্ণ নয়। কোন গবষেক এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ যা করতে পারনে সটো হল কুরআন-সুন্নাহর কছি দললিরে ইঙগতিকে ভিত্তি করে তনি নিজস্ব চিন্তাভাবনা (ইজতহিদ) খাটতে পারনে; তবে অকাট্য ও নশ্চয়তা প্রদানরে ভাষা ব্যবহার করে নয় এবং নিজরে মনে যা আছে সটোর সাথে দললিকে খাপ খাওয়ানোর জন্য গয়োৱতুমি করে নয়। কোননা এ ধরণরে চরচা যথাযথ মানহাজ (গবষণা পদ্ধতি) নয়। এ ধরণরে চরচার শেষে পরগিতি হচ্ছে দোদুল্যমান উপস্থাপন ও সাংঘর্ষকি ভিত্তি পত্তন।

তবে যে বিষয়রে প্রতিআমরা সুদৃষ্ট ঈমান রাখি সটো হল আমাদরে জ্ঞাণ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকি আয়ত্ব করার মত নয় এবং তাঁর সৃষ্টিআমাদরে ববিকেবুদ্ধতি সীমাবদ্ধ হওয়ার চয়েও অনকে বড়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: "তারা কি মনে করে না যে, যে আল্লাহ আসমান ও জমনি সৃষ্টি করছেন তনি তাদের মত মানুষও (পুনরায়) সৃষ্টি করতে সক্ষম? তনি তাদের জন্য একটি নিব্দিষ্ট ময়োদ ঠকি করে দয়িছেন, যাতে কোন সন্দহে নহে। তবুও জালমেৱা (মানতে) অস্বীকার করছে, তারা কেবেল অবশ্বাসই করছে।"[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৯৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আপনার প্রভু যা ইচ্ছা আর পছন্দ করেনে তাই সৃষ্টি করেনে। তাদের কোন পছন্দরে স্বাধীনতা নহে। আল্লাহ কত মহান! তারা (তাঁর সাথে) যা শরীক করে তনি তার উর্ধ্বে।"[সূরা ক্বাছাছ, আয়াত: ৬৮]

তনি আরও বলেন: "আসমান ও জমনিরে রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। তনি যা চান তাই সৃষ্টি করেনে।"[সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪৯]

ইতপূর্ববে 129972 নং প্রশ্ননোত্তরে এ বিষয়ে ইঙগতি করা হয়েছে।